

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩৮৩

১/ বিবিধ

আরবী

من غض صوته عند العلماء كان يوم القيامة مع الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى من أصحابي، ولا خير في التملق والتواضع إلا ما كان في الله، أوفى طلب العلم موضوع

أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" من طريق ابن السني، حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، عن عامر بن سيار، عن ابن الصباح، عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه مرفوعاً. نقلته من "الآلئ" (1 / 198) وسكت عنه قلت: وهذا إسناد ظلّمت بعضها فوق بعض لم أعرف منه أحد من بعد القطان غير عامر بن سيار، قال ابن أبي حاتم (3 / 1 / 322) عن أبيه: مجهول وأما ابن حبان فذكره على قاعدته في "الثقات" (8 / 502) كما ذكر فيه (5 / 125) عبد العزيز بن سعيد شيخه في هذا الحديث وهذا من أو ضح الأدلة على فساد قاعدته في التوثيق

ثم بدا لي أن ابن الصباح هو المثني اليماني، فإن يكن هو كما يغلب على الظن فهو ضعيف اختلط بآخره، كما في "التقريب" وانظر الحديثين اللذين قبله ثم تبين أن قوله في "الآلئ": "ابن الصباح خطأ ولعله مطبوعي والصواب أبو الصباح كما يؤخذ من مراجع كثيرة أهمها "كامل ابن عدي" فقد ساق في ترجمة أبي الصباح (5 / 1966) من طريق الحسين القطان المذكور وهو شيخ ابن عدي عن عامر بن سيار حدثنا أبو الصباح يعني عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي عن

عبد العزيز بن سعيد به حديثا آخر وقال عقبه: وبهذا الإسناد اثنان وعشرون حديثا حدثناه بها الحسين هذا، ثم ختم ترجمته بقوله: وعبد الغفور هذا الضعف على حديثه بين، وهو منكر الحديث

قلت: فهو آفة حديث الترجمة، وبخاصة أن البخاري قال في "التاريخ الكبير" (3 / 2 / 127) : تركوه، منكر الحديث

وفي معناه قوله في "التاريخ الصغير" (ص 194) : سكتوا عنه

বাংলা

৩৮৩। যে ব্যক্তি তার উঁচু স্বর আলেমদের নিকট নীচু করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সাথীদের মধ্য হতে ঐ সব ব্যক্তিদের সাথে থাকবে যাদেরকে পরহেজগারিতার জন্য আল্লাহ নির্বাচিত করে নিয়েছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বা জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্য ছাড়া তোষামোদী ও নম্রতার কোনই কল্যাণ নেই।

হাদীসটি জাল।

এটি দাইলামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে ইবনুস সুন্নীর সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যার একজন আরেক জনের উর্ধ্বে। বর্ণনাকারী কাভানের পরে আমের ইবনু সায়য়ার ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না। ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩২২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ এটি মাজহুল।

হাদীসটির সনদে যে বলা হয়েছে ইবনুস সাবাহ, তিনি হচ্ছেন মুসান্না ইয়ামানী। তিনিই যদি হন, তাহলে তিনি দুর্বল। তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল যেমনভাবে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবনুস সাবাহ ভুল। সঠিক হচ্ছে আবুস সাবাহ যেমনভাবে ইবনু আদীর “আল-কামিল” গ্রন্থে (৫/১৯৬৬) এসেছে। তিনি হচ্ছেন আব্দুল গফুর ইবনু আবদিল আযীয আবুস সাবাহ ওয়াসেতী। তার জীবনীর শেষাংশে তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ তার হাদীসে দুর্বলতা স্পষ্ট এবং তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তিনিই। বিশেষ করে বুখারী “তরীখুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/২/১২৭) বলেছেনঃ মুহাদ্দিসগণ তাকে গ্রহণ করেননি (পরিত্যাগ করেছেন)। তিনি মুনকারুল হাদীস। একই অর্থে “তরীখুস সাগীর” গ্রন্থে (পৃ. ১৯৪) বলেছেনঃ মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে চূপ থেকেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67968>

🔗 হাদিসবিডিৰ প্রজেক্টে অনুদান দিন